জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৮ই চৈত্র বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 1st April, 1953 | ৪৪শ সংখ্যা

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৫৯ সাল

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের হাত বুঝি আসে !

—•—

প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ আমলে বর্ত্তমান ভারতের উপরাষ্ট্রপতি (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত) ডাঃ রাধাকৃষ্ণনকে, বর্ত্তমান ক্ষমতার আসনে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দের মন্ত্রগুরু নামে কথিত মহাত্মা গান্ধী একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—যে অন্ধ্র রাজ্যের সংগ্রাম হইতেই তিনি সারা ভারতব্যাপী ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য বা প্রদেশ গঠনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তজ্জন্য চেষ্টাও করিতেছেন। তিনি সে কথা বলিলে কি হইবে, আজ তিনি সশরীরে বর্ত্তমান নাই। তাঁহার ক্ষমতাদৃপ্ত তথাকথিত ভক্ত শিষ্যগণ নামে অহিংস ব্রতাচারী হইলেও অন্তরে হিংস ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তাঁহার কথিত ৫০০৲ টাকার কত গুণ মাহিনা লইয়া যেমন গুরুবাক্য রক্ষা করিতেছেন, তেমনি ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনেও বিঘ্ন উৎপাদন করিতে যত্নবান হইয়া গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন।

বাঙলার যে অংশ ইংরাজ বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনের পুরস্কার (?) স্বরূপ বিহারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া গিয়াছে, পশ্চিম বাঙলার বিধান সভায় এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস সভায় সেই অংশ ফিরিয়া পাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরও বিহারী নেতৃবৃন্দের সহৃদয় আস্ফালন দেখিয়া বাঙালীর প্রাণ ঠাণ্ডা (?) হইয়া সুবিচার ও সুবিধানের বাহবা না দিয়া পারে নাই।

গত ২০শে মার্চ্চ ভারতীয় পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু অন্ধ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ১লা অক্টোবর পর্য্যন্ত যাঁহারা বাঁচিয়া থাকিবেন, সেইদিন অন্ধ্র রাজ্যের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ঘোষণা শুনিতে পাইবেন। মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ শিষ্য রামালুর অহিংসভাবে আত্মত্যাগ ও প্রদেশব্যাপী সহিংস বিশৃঙ্খলায় ভারতের বর্ত্তমান কর্ণধারগণ বাধ্য হইয়া এই অন্ধ্ররাজ্য গঠন মানিয়া লইয়া যেন বাপুজীর একটু কামনা পূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

বাঙলা! রেশন দোকানের সামনে 'কিউ' দিয়া যেমন তণ্ডুলের জন্য স্বাধীন দেশের স্বাদহীন সুখ সমৃদ্ধি সকলে ভোগ করিতেছে, তেমনি ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের আশায় লাইনে দাঁড়াইয়া যাও, হয়তো তোমার পালা আসিলেও আসিতে পারে। স্বাধীনতার জন্য বাঙলায় মহারাজা নন্দকুমার হইতে মরণ বরণ আরম্ভ হইয়াছে। আজও কত আবাল বৃদ্ধ-বনিতা মৃত্যুর আলিঙ্গনে শান্তিধামে গমন করিয়া মরিয়া বাঁচিতেছে। বাঙলার অনশনকারী বীর যতীনদাস এক বিন্দু জলও গলাধঃকরণ করে নাই, তবুও বাঙলার ব্রত যেন পূর্ণ হইবার নয়, বাঙালী চিরদিনই বিব্রত হইয়া থাকিবে।

যাত্রীবাহী যানে
ধূমপান নিরোধক আইন

—•—

গত ২৫শে মার্চ্চ পশ্চিম বাঙলা বিধান সভায় আইন মন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর উপস্থাপিত যাত্রীবাহী পরিবহনে ধূমপান নিরোধক বিল গৃহীত হইয়াছে। বিলের বিভিন্ন ধারায় বলা হইয়াছে—প্রথম অপরাধ কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত এবং তৎপরবর্ত্তী অপরাধের জন্য ১০০৲ এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ট্রাম বা বাসের কণ্ডাক্টর কাহাকেও ধূমপান করিতে দেখিলে প্রথমে তাহাকে ধূমপান করিতে নিষেধ করিবেন। ধূমপায়ী যদি নিষেধ না শোনে, কণ্ডাক্টর গাড়ী থামাইয়া পুলিশের সাহায্য লইবেন। পুলিশের কাছে প্রকৃত পরিচয়াদি না দিলে পুলিশ তাহাকে বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে। এই ব্যাপারে কণ্ডাক্টর বা পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও মামলা চলিবে না। এই বিলটী পশ্চিম বাঙলা বিধান পরিষদে গৃহীত হইয়া রাজ্যপালের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া আইনে পরিণত হইবে। ধূমপান নিরোধক আইন প্রবর্ত্তিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে ধূমপান নিষেধাত্মক বিজ্ঞাপন যানের প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিতে হইবে। অন্যথায় যানের মালিকের কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ট্রাম ও বাসযাত্রীদের মধ্যে এই বিড়ি ও সিগারেটের ধূমপান লইয়া কত বাক্‌বিতণ্ডা হইয়াছে। বিড়িখোর বা সিগারেট-খোর এক একজন এত অবিবেচক যে সে অন্যায়ও করিবে এবং চোকও রাঙাইবে। কত অর্ব্বাচীন অসভ্য ধূমপায়ী সংযমের অভাবে কত লোকের দামী শীতবস্ত্র বা বহুমূল্য রেশমী কাপড় পোড়াইয়া দিয়া একটুকুও লজ্জা অনুভব করে নাই। এইবার যে ব্যবস্থা হইল তাহা বাঙলার সেই পুরাতন প্রবাদ বাক্যের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ ইহারা সায়েস্তা হইবে। প্রবাদটী—"লাথির ঢেঁকি চুমোয় ওঠে না।"

শোক সংবাদ

আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটির প্রথম চেয়ারম্যান, লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল স্বর্গতঃ কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র যামিনীমোহন রায় তিনটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ গৌরাঙ্গবল্লভ রায় টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইয়া এখনও স্বাস্থ্যহীন অবস্থাতেই ছিলেন। গত শুক্রবার তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ ও মধ্যমাগ্রজের অনুপস্থিতিকালেই হঠাৎ সংশয়াপন্ন পীড়িত হইয়া চিকিৎসকগণকে চিকিৎসার অবসর না দিয়াই চারিটী শিশুপুত্র ও পত্নীকে রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৪১ বৎসর। তাঁহার শোকার্ত্তা সহধর্ম্মিণীকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই। আমরা তাঁহার স্বজনগণের এই শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া পরলোকগত আত্মার অক্ষয় শান্তি কামনা করিতেছি।

নমস্কার, পণ্ডিতজী !

—•—

ভাষণে ভীষণ পণ্ডিত তুমি, কাজে নহ তার আধা,
তোমার মহিমা বুঝিব কেমনে আমরা মূর্খ গাধা।
যেখানে সেখানে সুযোগ পেলেই, শ্রীমুখে ফুটাও খই,
তোমার চাইতে ভারি পণ্ডিত ভূভারতে আর কই?
গিলিয়া তোমার অসংলগ্ন বেফাঁস বাক্য-সুধা,
পারি না আমরা বোকা মানুষেরা মিটাতে পেটের
ক্ষুধা।
বুঝিতে যখন পারি না তোমার কথার তুবড়ি বাজি,
নিশ্চয় মোরা সাম্প্রদায়িক, নিশ্চয় মোরা পাজি।
মুখের ট্যাক্‌সো লাগে না তোমার, সবারি দেখাও
ভুল,
চুপ ক'রে শুনি, তোমার হস্তে দেখিয়া মস্ত শূল।
শুধু ভীত নয় মায়ের প্রসাদে মূর্খ (মুখ্য?) পটহোদর
চরম ধৃষ্ট তোমার কথার দিতে চায় উত্তর।
তোমার দয়ায় দেশখানি তার হয়ে গেছে খান খান,
মানভূমে তাই হতেছে জবাই তাহার ভাষার মান!
উঁচু তব মন বুঝিতে চাহে না এ সব তুচ্ছ কথা,
ক্ষুদ্র দেশের চাইতে যে বড় আন্তর্জাতিকতা।
মনে পড়াইয়া দিই যবে মোরা গান্ধীর উপদেশ—
পাঁচশোর বেশী বেতন নিও না, অতি দরিদ্র দেশ।
তুমি ও তোমার চেলারা তখন বোবা কালা,
সেজে থাক,
বাপুজি-বাসনা চূর্ণ করিয়া বাপুজির মান রাখ।
খৃষ্টান এক মাষ্টার শুধু বাজার নষ্ট করে!
বলিতে পার কি কেমনে এ ঘোগ ঢুকিল বাঘের
ঘরে?
বেদ-বেদান্ত না পড়ে'ও শুধু ফেরঙ্গ-বচন শুনি,
দোষ গুণ তার করেছ বিচার তুমি যে চরম গুণী।
ভারতাত্মারে না জেনেও তুমি ভারত-আবিষ্কার
করেছ। তোমার চরণ-পদ্মে জানাই নমস্কার।

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

—•—

মুর্শিদাবাদ জেলার বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক (D. I. of Schools) মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে মির্জাপুর হাই স্কুলের পরিচালক সভা (ম্যানেজিং কমিটি) পুনর্গঠিত হইতেছে। ডি. আই. মহোদয় আগামী ২৬শে এপ্রিল, ১৯৫৩, বাংলা ১৩ই বৈশাখ রবিবার নির্ব্বাচনের দিন ধার্য্য করিয়াছেন। ২৬শে এপ্রিল বেলা ১০-৩০ হইতে ৪-৩০ পর্য্যন্ত মির্জাপুর হাই স্কুলে ভোট গ্রহণ করা হইবে। সুতরাং মনোনয়নপত্র প্রভৃতি দাখিলের দিন পরিবর্দ্ধিত করা হইল। গত ১৭ই মার্চ্চ তারিখের "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকায় প্রকাশিত ২৮শে মার্চ্চ তারিখের পরিবর্ত্তে ২২শে এপ্রিল, '৫৩ তারিখ বেলা ১২টা পর্য্যন্ত নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অফিসে দাখিল করিতে হইবে। ২৩শে এপ্রিল বেলা ৮টায় মির্জাপুর হাই স্কুলে মনোনয়নপত্র সমীক্ষা (scrutiny) করা হইবে। ২৩শে এপ্রিল বেলা ২টা পর্য্যন্ত নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার করা যাইবে। মির্জাপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অফিস হইতে মনোনয়নপত্র পাওয়া যাইবে (office hours)। পরিচালক সভার পুনর্গঠন বিষয়ে নিম্নলিখিত নিয়ম ধার্য্য হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাতা ১ (এক), স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ১ (এক), ছাত্রদিগের অভিভাবক ৪ (চার), অর্থ সাহায্যকারী ১ (এক), রেজিঃ ডাক্তার ১ (এক), শিক্ষক প্রতিনিধি ২ (দুই), প্রধান শিক্ষক (পদাধিকার) ১ (এক)।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মণ্ডল
সম্পাদক, মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুল।
২৪।৩।৫৩

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২০শে এপ্রিল ১৯৫৩

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৫৭৮ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং সওকত আলি সেখ দিং দাবি ৪৯৮৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাড়ালা ১-৬৩ শতকের কাত ১০৮৶০ আঃ ২০৲ খং ১৬৭৪

৬৮৪ খাং ডিঃ তোজম্মল হোসেন মিঞা দিং দেং মোজাম্মেল হক দিং দাবি ২৫।৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দক্ষিণপাড়া ৭৫ শতকের কাত ৪৷৷০ আঃ ২০৲ খং ৩১

৪২০ খাং ডিঃ রূপেন্দ্রমোহন খাঁ দিং দেং ব্যামা খাতুন বেওয়া দাবি ১০৪।/৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দুর্গাপুর ৯-৬৮ শতকের কাত ১২৮৶০ আঃ ৫০৲ খং ৪

৬৩৮ খাং ডিঃ জারিয়া বিবি দেং রাজেন্দ্রনাথ তেওয়ারী দিং দাবি ৩৪২৷৵৩ থানা সুতী মৌজে হারুয়া ৩০-৮৮ শতকের কাত ৫৩৷১০ আঃ ১০০৲ খং ৪৮৫।৪৮৪

৪৮ মনি ডিঃ বিমলেন্দুনাথ সরকার দেং প্রভাত কুমার দাস দাবি ৭৩৶৬ থানা সুতী মৌজে আমুহা ৬৭ শতকের কাত ৮৵০ আঃ ১০৲ খং ৭

৪৯ মনি ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪০।/৬ মৌজাদি ঐ ৩৩৷৷০ শতকের কাত ।৶০ আঃ ১০৲ খং ৬

৪৪ স্বত্ব ডিঃ মহম্মদ তামিজুদ্দিন বিশ্বাস দিং দেং ভবেশ ঘোষ দাবি ১০১৷৷৯ থানা সুতী মৌজে কাদোয়া ও ভেলিয়ান ৫-৮৩ শতকের কাত ২৩৷/৬ আঃ ৪৫০৲ খং ২৩৬

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৫ খাং ডিঃ সেবাইত তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দেং আব্বাস আলি বিশ্বাস দিং দাবি ১২৮০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা ৪৭ শতকের কাত ৮/৬ আঃ ৫৲ খং ৯৭১

৬ খাং ডিঃ ঐ দেং রাখালচন্দ্র রায় দাবি ১২৶৩ মৌজাদি ঐ ৪০ শতকের কাত ১৶৯ আঃ ৫৲ খং ১০৫৯

বাটী বিক্রয়

—•—

রঘুনাথগঞ্জ থানার নিকটে সদর রাস্তার উপর একখানি একতলা পোক্তা বাটী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীশিবরাম সাহা
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় :—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট :— **ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।